2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

খুলনা ভার্সিটিতে এবার ভর্তি কমিটির বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, *খুলনা অফিস*

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ভর্তি কমিটির বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগটি কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং খোদ কমিটি প্রধানের বিরুদ্ধে। কমিটির সদস্যরাই বিষয়টি ভাইস চ্যান্সেলরের কানে তুলেছেন। তিনি তাৎক্ষণিক একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছেন।

তদন্ত কমিটি গঠন

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি পরিচালনা খাতে দুই লাখ ৫৬ হাজার ৭৮৪ টাকা খরচ হয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান স্কুলে ভর্তি খাতে খরচ হয়েছে এক লাখ ২১ হাজার টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে এই খরচের পরিমাণ অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় কমিটি সদস্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। খরচের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ক্ষুব্ধরা ভর্তি কমিটি প্রধান ডিন প্রফেসর ড. রেজাউল করিমের নামে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে অভিযোগ করেন। জানা যায়, ব্যয়িত অর্থের মধ্যে ৪৬ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খরচ করেছে এবং ১৪ হাজার টাকা ভিসির অনুমোদন সাপেক্ষে একটি ফটোস্ট্যাট মেশিন মেরামতি কাজে খরচ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাকি প্রায় দু লাখ টাকা ভর্তি খাতে খরচ হয়েছে। ভর্তি কমিটির প্রধান ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ডিন এবং সদস্য ছিলেন এই স্কুলের অধীন ৫টি ডিসিপ্লিনের প্রধানগণ। সূত্রমতে, তথাকথিত রাজনীতি এবং সন্ত্রাসমুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে শিক্ষকদের দলাদলি এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক বা ডিন কর্তৃক অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি নিয়ে এই দলাদলি আরও নোংরা পর্যায়ে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন। প্রসঙ্গত, এমবিএ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু এক ছাত্রী তাঁর ভর্তি পরীক্ষার ফল নিয়ে অনিয়ম করা হয়েছে অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বন্ধ রয়েছে ভর্তি কার্যক্রম। এই ভর্তিচ্ছু ছাত্রীটিও এক প্রভাবশালী শিক্ষকের স্ত্রী। শুধুমাত্র এই কারণে মামলা করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর গুঞ্জন চলছে। শুরু হয়েছে শিক্ষকদের মধ্যে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব।